বই তরণী

আবেগের আন্দোলন অথবা নারীর স্বনির্ভরতা

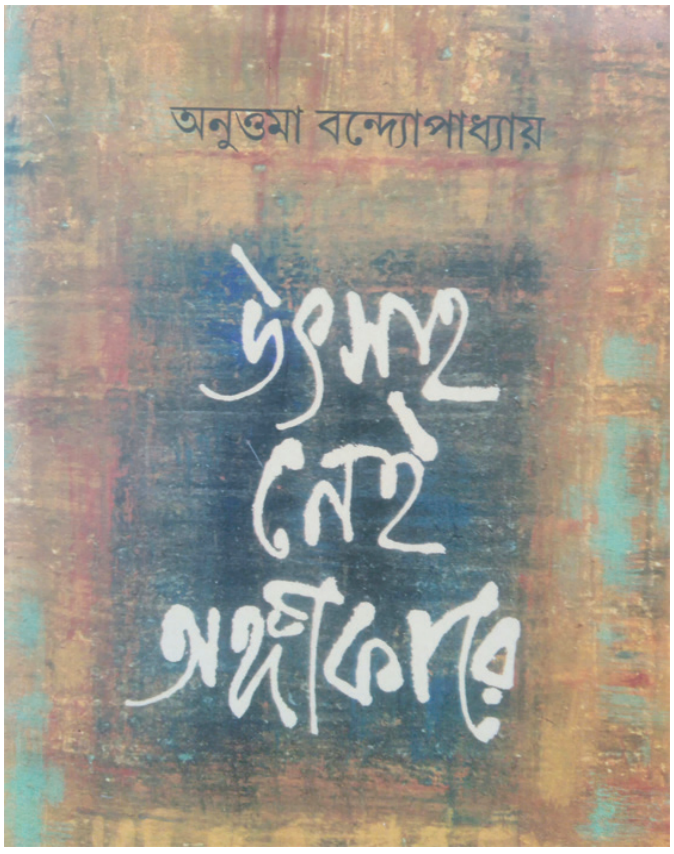

বাংলা কাব্য সাহিত্যের অতীত ইতিহাসে মুষ্টিমেয় কিছু নারীর অবদান অনস্বীকার্য। ব্যতিক্রমী কিছু মনীষীর সহযোগিতা ব্যতীত নারীর জীবন কেটেছিল অন্দরের অন্ধকারে। সেখানে সাহিত্যচর্চার আলো-বাতাসের অভাব ছিল না। বিশ্বে স্বাবলম্বী নারীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ লেখক মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট এবং ল্য দজিমেয় সেক্স বা দি সেকেন্ড সেক্সের লেখিকা সিমোন দ্যা বোভেয়ার। আর বাংলা কাব্য সাহিত্যে নারী কবিদের মধ্যে প্রথমেই যার কথা মাথায় আসে তিনি চন্দ্রাবতী দেবী। বাংলায় তিনিই প্রথম মহিলা কবি। আর এক কবি কামিনী রায়। ব্রিটিশ ভারতের এই নারীবাদী লেখিকা একাধারে ছিলেন সমাজকর্মী অন্যধারে ছিলেন কবি। প্রসঙ্গক্রমে কুসুমকুমারী দাশের কথাও আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। যার একটি পঙক্তি প্রায় সকলেরই পরিচিত — 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে? মুখে হাসি, বুকে বল তেজে ভরা মন/মানুষ হইতে হবে — এই তার পণ, ...' (আদর্শ ছেলে : পৌষ ১৩০২)।

বেশ কয়েক বছর আগে একটি টিভি চ্যানেলে এক স্বতন্ত্র নারী উচ্চারণ ভেসে এল — 'শ্বাপদের মতো এড়িয়ে চলেছি/ফাল্গুন দিন ফাল্গুন রাত/পলাশের কাছে গচ্ছিত আছে/গত জন্মের অগ্ন্যুৎপাত/যার নাম আমি মুখেও আনি না/সুখেও আনি না ঘুণাক্ষরে/পাতার মোরাম ডাকলে সে নাম/আবির তো নয়, আগুনে ওড়ে/স্নানের জলেও জিরোয় আগুন/কী দুঃসাহস ভাবতে পারে?/ভাগ্যিস আমি বর্ণ অন্ধ/এই বসন্ত অন্য কারও' (কাব্যগ্রন্থ : রোদ্দুরে জল ছাপ, প্রকাশকাল ২০১১)। অনুষ্ঠানের নাম ভালো আছি ভালো থেকো। কবি : অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশায় মনোবিদ। এই পঙক্তি বিন্যাস এক ধরনের ফেমিনিজমের জন্ম দেয়। অনুত্তমার কাব্য প্রতিভার সবচেয়ে বড় স্টাইল, তিনি অন্ত্যমিলে বিশ্বাসী। অন্য এক অনুষ্ঠানে অনুত্তমা হোমো সেক্সুয়ালিটি প্রসঙ্গে একটি শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন — 'আদরের আন্দোলন'। আদ্যক্ষরে এই আ-এর প্রয়োগ কাব্যিক অভিব্যক্তি। গত জন্মের 'অগ্ন্যুৎপাত' মনে হয় পূর্বজন্মের পাপ পুণ্যের ফসল নয়। এক জীবনের ভিন্ন পর্ব। ফেসবুক গ্রুপে অনুত্তমার কবিতার কিছু চরণ — 'বিপুলা এ পৃথিবীর যতটুকু জানি/কিছুটা কবিতা — বাদবাকিটা জ্বালানি' (কাব্যগ্রন্থ : মার্জিন থেকে বিচ্যুত)। এই দুই চরণের সঙ্গে রবীন্দ্র কবিতার সঙ্গতি আছে। লাইনটি এ রকম — 'বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি। দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী -'। অনুত্তমা যেটা করলেন পরবর্তী লাইনে জুড়ে দিলেন নিজস্ব মনোবেগের পঙক্তি। এটা একপ্রকার ইনস্টলেশন আর্ট বা প্রতিস্থাপন শিল্পের মতো।

আপাতত শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'উৎসাহ নেই অঙ্গীকারে' যেন নারীবাদের নয়া সংজ্ঞা। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলিতেও অন্ত্যমিলের প্রয়োগ রয়েছে। পঞ্চাশের শেষ কিংবা ষাটের দশকের দুই বিখ্যাত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তি যেখানে কিংবদন্তি — 'এবার হয়েছে সন্ধ্যা/সারাদিন ভেঙেছ পাথর পাহাড়ের কোলে/আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেল শালের জঙ্গলে/তোমারও তো শ্রান্ত হল মুঠি/অন্যায় হবে না-নাও ছুটি/বিদেশেই চলো/যে কথা বলনি আগে,/এ-বছর সেই কথা বলো'। সুনীলের যেখানে স্বতন্ত্র স্বর : 'পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।/আয়না ভেঙে বিচ্ছুরণ/একদিন বিস্ফোরণ হয়/বুক ভেঙে কান্না এলে কান্নাগুলো ছুটে যায়/ধূসর অন্তিম স্বর্গ থেকে তারপর ঢলে পড়ে মহিম হালদার স্ট্রিটে প্রাচীন গহ্বরে মধ্যরাতে।' বোধ করি কবি অনুত্তমার মনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় জাগ্রত। কিছুটা স্ট্রাকচারের দিকে। উপাদানের দিকে একেবারে নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'স্পনটেনিয়াস ওভারফ্লো' অনুত্তমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ মেন্টাল অ্যাক্টিভিস্ট রত্নাবলী রায়-কে অনুত্তমা বলেছিলেন — 'কবিতা আমাকে এসে ধরা দেয়।'

সহজাত প্রবৃত্তি বলেই অনুত্তমা খুব বেশি স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্তের ধার ধারেন না। তার কবিতা 'আমি'র অটোবায়োগ্রাফি — 'হৃদয়ে পাথর জমে যৌবন ক্রমশ নিথর/বাস্তুসাপের মতো যুক্তির প্রবল প্রখর/তবু প্রেম খুঁজি আজও পড়ন্ত রোদের ডানায়/মনে নেই শেষ কবে ভালোবাসি বলেছি তোমায়'/। প্রতিবাদ ও প্রেম কী তুখোড় মেধায় স্রোতস্বিনী। প্রেমহীন পৃথিবীতে কবে আমরা বলেছিলাম — ভালোবাসি তোমায়? এ কথা বললে কি খুব ভুল হবে — বিবাহ প্রেমের অপমৃত্যু? এখানে 'আমি'র অটোবায়োগ্রাফি আমাদের অটোবায়োগ্রাফি হয়ে ওঠে। আর একটি কবিতায় অনুত্তমা লেখেন — 'বলেছিলে অন্য অচিন পাখি/এবার তোমার স্বাধীন ডানায় অশান্ত হাত রাখি?/শুনিয়েছিলাম অস্বীকারের ভাষা/কেমন আছে তোমার স্থিতপ্রজ্ঞ ভালোবাসা?' ভ্যানগঘের 'স্টারি নাইট' চিত্রকর্ম দেখলে মনে হয় — 'আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' তেমনই এ যেন নান্দনিক লাবণ্যে চতুষ্কৌণিক প্রেমকে প্রশ্ন। অনুত্তমা অন্তঃপুরবাসনী নয়, অমিত্রাক্ষরচারিণী। এই অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কোনও সম্পর্ক নেই।

আজ সন্ত্রাস কণ্ঠনালী বেয়ে পাকস্থলীতে ঝুলন্ত। তাই বিরুদ্ধ মত প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই অশালীন কটু কথার কর্ষণ। আর ফেসবুক, শপিংমল থেকে লুচি আর সাদা তরকারির ছায়াপথ অতিক্রম করেছে কবেই। মানুষ সেফটি লকারে হৃদয় গচ্ছিত রেখে কৃত্রিম সৌজন্যে সুরক্ষিত — 'আলোড়নহীন একমাত্রিক কথা ও কাহিনী/ভাল বলে ধরে নিলে, এত ভাল এর আগে থাকিনি।' সময়ের অনুভূতি এবং অনুভূতির সময়ে অনুত্তমার অক্ষর বদলায়। তার কবিতা 'ইনটেন্স পার্সোনাল ইমোশন অ্যান্ড রিলেশন'। কেউ কেউ লাল, গেরুয়া, সবুজে নেই। এমনকী আন্তর্জাতিক নারী দিবস বনাম পুরুষ দিবসের একরাশ বিক্ষোভেও না। এমন নো ম্যানস ল্যান্ডের বাসিন্দারা মহৎ শিল্পকর্মের জন্য বহু বিনিদ্র রজনী অতিক্রম করে। ঠিক যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্য — 'তোমাকেই মনে পড়ে আজ নীল হেমন্তের রাতে/মাথার উপর অসংখ্য চালাঘর/তুমি বলেছিলে — ওই দেশ একদিন হবে নির্বিশেষ'। তেমনই কবি অনুত্তমার উপস্থাপনায় — 'অনুষঙ্গের হাতে নিরুপায় স্মৃতির পাথরও/আমার ভাষার সঙ্গে দেখা হলে/জিজ্ঞাসা কোরো/হয়তো এড়িয়ে যাবে, বলবে সময় নেই হাতে/উত্তর জুটবে না প্রশ্নের অচল বরাতে/কী জানতে চেয়েছিলে একদিন তাও ভুলে যাবে/যা আমি বলিনি, তুমি নিজের ভেতর খুঁজে পাবে।'

প্রচ্ছদ ভাবনায় সুব্রত চৌধুরী। হলুদ, কমলা, নীলচে আভার মিশ্রণ। আর সাদা রংয়ে 'উৎসাহ নেই অঙ্গীকার' নামটি প্রস্ফুটিত। গ্রন্থবিন্যাসে দেবাশিস সাউ। এমন মেধাবী এবং নির্মেদ নির্মাণের জন্য তাকে অশেষ ধন্যবাদ।

তন্ময় দত্তগুপ্ত

উৎসাহ নেই অঙ্গীকারে : অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃতি। ১৫০ টাকা